দৈনিক জনকণ্ঠ
দৈনিক জনকণ্ঠ

১১৫

তারিখ ... 16 FEB 1994 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬ ...

শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজে যেভাবে 'মুরগি' ধরা হয়–

শওকত মিলটন, *বরিশাল থেকে*

'মুরগি' অতিপরিচিত দু'পা বিশিষ্ট গৃহপালিত পাখি প্রজাতির প্রাণী। তবে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজে নতুন প্রজাতির মুরগির সন্ধান পাওয়া গেছে। এ 'মুরগি' ডিম পাড়ে না, এ 'মুরগি' দিয়ে উপাদেয় খাদ্য রোস্ট তৈরি হয় না। তবু এই 'মুরগি' নিয়ে শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজে প্রতি বছর তুসকালাম কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, দেশের শীর্ষ মেধাধারী যারা বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে আসে তাদেরকে কলেজের প্রধান দু'টি ছাত্র সংগঠন 'মুরগি' নামে আখ্যায়িত করেছে। সংগঠন দু'টির সাবেক 'মুরগির' বর্তমানে নেতারা নবাগত এসব 'মুরগি' ধরা নিয়ে ফি বছর নানা কৌশল অবলম্বন করে। ফলে প্রতিবছর সন্ত্রাসের কালিতে কলঙ্কিত হয় কলেজ। এ বছর যার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

প্রতিবছর মেডিক্যাল ভর্তিপরীক্ষা শেষ হবার সাথে সাথে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজের প্রধান দু'ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা তাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাজেট তৈরি করে। কোন খাতে তাদের ব্যয় বরাদ্দ হয় সর্বাধিক। ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের সাথে সাথে দু'টি সংগঠনের ক্যাডার ও নেতারা কয়েকটি টিমে ভাগ হয়ে ঢাকা, খুলনাসহ অন্যান্য শহরে বরিশাল মেডিক্যালে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে এমন ছাত্রদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। বরিশালে বেশিরভাগ ছাত্র আসে ঢাকা ও খুলনা অঞ্চল থেকে। 'মুরগি' ধরার এ পর্যায়ে ছাত্রটিকে বরিশালে আসার পর সব ধরনের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

'মুরগি' ধরার দ্বিতীয় পর্যায়টি হচ্ছে সবচেয়ে উত্তেজনাকর এবং গোলযোগপূর্ণ। ভর্তি শুরু হবার দু'তিনদিন আগে থেকে এ পর্যায়ের কাজ শুরু হয়। ক্যাডাররা ঢাকা ও খুলনা থেকে ছাত্রদের সংগঠনের ব্যয়ে বিলাসবহুল সাগর লঞ্চের কেবিনে করে বরিশাল আনা হয়। বরিশাল লঞ্চঘাটে থাকে অপর একটি দল তারা গার্ড দিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে হোস্টেলে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসে।

এই ভর্তি মৌসুমে প্রতিদিন ভোর রাতে বরিশাল লঞ্চঘাটে গেলে মেডিক্যাল কলেজের ক্যাডারদের দেখা যায়। লঞ্চ থামার সাথে সাথে মেডিক্যালে ভর্তিচ্ছু মুরগিদের খুঁজে বের করা হয়। শুরু হয় একই 'মুরগি' কে নিয়ে দু'পক্ষের ঝগড়া, হাতাহাতি। পরবর্তীতে সংঘর্ষ। যদি কোন ছাত্র স্বেচ্ছায় অন্য কারও সাথে যেতে চায় তাকে প্রথমে হুমকি এমনকি 'যন্ত্র' দেখিয়ে নিজেদের দলে টানার চেষ্টা করা হয়। সফল না হলে মারধর করা হয়। কয়েকদিন আগে রঞ্জিত নামের একজন এভাবে প্রহৃত হয়েছে ছাত্রদল কর্মীদের হাতে। লঞ্চঘাটে যাওয়া আসা ক্যাডার-কর্মীদের নাস্তা ও অন্যান্য সবকিছু 'প্রথম শ্রেণী' বরাদ্দ দেয়া হয়। গত মঙ্গলবার ৭ ফেব্রুয়ারি বরিশাল লঞ্চঘাটে প্রধান দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে হাতাহাতি হয়। যার জের ধরে পরবর্তীতে সংঘর্ষ। সমর্থক বৃদ্ধি ও ভোট ব্যাংক সৃষ্টির জন্য মেডিক্যাল কলেজে চলে এই নোংরা রাজনীতির ইঁদুর দৌড়। এ দৌড়ে একটি মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনও সামিল রয়েছে।

প্রতিবছর কলেজে এই 'মুরগি' ধরাকে কেন্দ্র করে একাধিকবার সংঘর্ষ হয়। শত শত রাউন্ড গুলি আর ককটেল বিস্ফোরণের শব্দে সমাজের মাথন তৈরির এ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি ঘৃণার বিস্ফুরণ ঘটে অভিভাবকদের। উল্লেখ করা প্রয়োজন বরিশাল শহরে একমাত্র শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজেরই সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসের রেকর্ড রয়েছে।